# তাওবা

## التوبة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

# التوبة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

التوبة – اللغة البنغالية / شعبة توعية الجاليات بالزلفي

١٤٢٤

٢٨ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٢-٢٤- ٨٦٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية )

١-التوبة (الإسلام) أ. العنوان

ديوى ٢٤٠ ١٤٢٤/٤٥٢٦

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٤٥٢٦

ردمك : ٢-٢٤- ٨٦٣-٩٩٦٠

# তাওবা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾

[النساء:١١٠]

"আর যে কেউ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, কিন্তু পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (রূপে) পাবে।" (সূরা নিসা ১১০)

## তাওবার মাহাত্ম্য

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীদের উপর।

এক ব্যক্তি ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ)এর নিকটে এসে বললো, আমি পাপের ক'রে নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব আমাকে নসীহত করুন! ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, যদি আমার নিকট থেকে পাঁচটি জিনিস তুমি গ্রহণ করে নাও এবং তার বাস্তবায়ন করতে পারো, তবে কোনো পাপ কখনোও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। সে ব্যক্তি তখন বললো, জিনিসগুলো কি কি? ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, তা হলো, যখন তুমি আল্লাহর না-ফারমানী করতে ইচ্ছা করবে, তখন তাঁর প্রদত্ত জীবিকা ভক্ষণ করবে না!

লোকটি তা শুনে বললো, তাহলে আমি খাবো কোথা থেকে? যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তো তাঁর (আল্লাহর) জীবিকা? তখন ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, এটা কি ভাল যে, তুমি আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা খাবে এবং তাঁরই অবাধ্যতা করবে? সে বললো, না। দ্বিতীয়টি বলুন, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, যখন তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করার ইচ্ছা করবে, তখন তাঁর যমীনে বসবাস করবে না। লোকটি বললো, এটা তো প্রথমটির চেয়ে আরো কঠিন। তাহলে থাকবো কোথায়? ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, এটা কি ভাল যে, তুমি আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা খাবে, তাঁর যমীনে বসবাস করবে, আবার তাঁরই অবাধ্যতা করবে? লোকটি বললো, না। তৃতীয়টি বলুন, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, যখন তুমি আল্লাহর না-ফারমানী করার ইচ্ছা করবে, তখন এমন স্থানে আত্মগোপন করবে, যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পাবেন না। লোকটি বললো, কোথায় যাবো, তিনি তো প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব কিছুর খবর রাখেন? ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, এটা কি ঠিক যে, তুমি আল্লাহর দেওয়া রুজী খাবে, তাঁর যমীনে বসবাস করবে, আবার তাঁরই অবাধ্যতা করবে, অথচ তিনি তোমাকে দেখছেন? লোকটি বললো, না। চতুর্থটি বলুন, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, যখন মালাকুল মাউত তোমার আত্মা ছিনিয়ে নিতে আসবেন, তখন তাঁকে বলবে, আমাকে তাওবা ও নেক আমল করার অবসর দিন। লোকটি বললো, ফেরেশতা

আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না এবং আমাকে অবসরও দিবেন না। ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, তুমি যখন তাওবা করার ও প্রত্যাবর্তনের জন্য মৃত্যুকে দূর করার ক্ষমতাম রাখো না, তখন তাঁর (আল্লাহর) অবাধ্যতা কেমনে করো? লোকটি বললো, পঞ্চমটি বলুন, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, যখন কিয়ামতের দিন জাহান্নামের প্রহরীরা তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চাইবেন, তখন তুমি তাঁদের সাথে যাবে না। লোকটি বললো, তাঁরা তো আমাকে ছাড়বেন না এবং আমার কোনো কথাই শুনবেন না। ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, তাহলে তুমি মুক্তির আশা কেমনে করছো? লোকটি বললো, এই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি।

মহান আল্লাহ তাঁর সকল মু'মিন বান্দাদেরকে তাওবা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:٣١]

"মু'মিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা নূর ৩১) আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা (১) তাওবাকারী (২) নিজের নাফসের উপর যুলুমকারী। তাই তিনি বললেন،

﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات:١١]

“যারা তাওবা করে না, তারাই অত্যাচারী।” (সূরা হুজুরাত ১১) মানুষের তো সব সময়ই তাওবা করার প্রয়োজন হয়। কারণ, প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিকারী। আর সর্বোত্তম ত্রুটিকারী হলো সে-ই, যে ত্রুটি করার পর তাওবা করে। এ কথা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন। তবে মানুষের দ্বারা যে ভুলটি সংঘটিত হয়, তা হলো এই যে, অনেক মানুষ তাদের অনেক পাপের ব্যাপারে উদাসীন। তাই তারা রাত দিন আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে। অনেকে আবার পাপকে ছোট ভাবে। তুচ্ছ মনে করে। পাপের ব্যাপারে বেপরোয়া। ইবনে মাসউদ-رضي الله عنه-বলেন, ‘মু’মিন পাপকে মনে করে এমন এক পাহাড়, যার পাদদেশে সে বসে, আর তা নিজের উপর পতিত হওয়ার সে আশঙ্কা বোধ করে। পক্ষান্তরে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা পাপকে মনে করে এমন এক মাছি, যা তার নাকে বসেছিল, আর সে হাতের সামান্য ইশারায় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।’ জ্ঞানসম্পন্ন মু’মিনরা পাপ কত ক্ষুদ্র সে দিকে লক্ষ্য করে না, বরং যার বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে, সেই সত্তা কত মহান, সে দিকে লক্ষ্য করে।

কোনো মানুষ যেহেতু পাপমুক্ত নয়, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য তাওবার দরজা খুলে রেখেছেন এবং তার (তাওবা করার) নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের ডাক দিয়ে বলেন:

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣]

“বলো, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” (যুমার ৫৩) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন:

((التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ)) [رواه ابن ماجة]

“পাপ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যার কোনো পাপই নেই।” (ইবনে মাজাহ, হাদীসটি হাসান/ভাল) শুধু এতটুকু নয়, বরং যারা নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে, আল্লাহ তাদের গোনাহগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:٧٠]

“কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহগুলিকে পুণ্য দ্বরা পরিবর্তিত করে দেন। (সূরা ফুরক্বান ৭০) তবে মুসলিমদের সব থেকে বড় ভুল হলো তাওবা করতে বিলম্ব করা। তাই অনেক মানুষ পাপ করে বসে এবং সে জানে যে, তার দ্বারা হারাম কাজ সম্পাদিত হয়ে গেছে তা সত্ত্বেও সে তাওবা করতে বিলম্ব করে। অথচ কেউ জানে না তার মৃত্যু কখন এসে উপস্থিত হয়ে যায়। কাজেই গোনাহ থেকে সত্বর তাওবা করা প্রত্যেক মানুষের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। অনুরূপ বান্দার উচিত জানা-অজানা সকল পাপ থেকে সব সময় ক্ষমা প্রার্থনা করা। পাপ যতই বড় ও বিশাল

হোক না কেন তা থেকে ত্বরান্বিত তাওবা করা মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। তার জেনে রাখা উচিত যে, রব্ব তথা নিজেকে প্রভু বলে দাবী করার চেয়ে কোনো কুফরি বড় কুফরি নয়। ফিরাউন তার জাতিদের বলেছিলো,

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]

"হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে।" (সূরা ক্বাসাস ৩৮) অথচ তার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবী মূসা-عليه السلام-কে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাকে তাওবা করার ও ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন،

﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴾ [النازعات: ١٧-١٩]

"ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে। অতঃপর বলো, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাবো। যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো।" (নাযিআত ১৭-১৯) যদি ফিরাউন দাওয়াত কবুল ক'রে তাওবা করতো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার তাওবাকে কবুল করতেন এবং তাকে মার্জনা করে দিতেন। অনুরূপ এটাও জেনে রাখা দারকার যে, কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহ থেকে তাওবা করার পর পুনরায় উক্ত গোনাহ করে বসে, তবে তাকে আবার তাওবা করতে হবে। সে অব্যাহতভাবে

বারংবার তাওবা করতে থাকবে যদিও তার দ্বারা একই পাপ বা অন্য পাপ হয়ে যায়। কোন সময় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া চলবে না। আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)) [رواه الترمذي]

“হে আদম সন্তান, যদি তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং আমার নিকট আশা করো, আমি তোমার দ্বারা সংঘটিত সমস্ত ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিবো। আর এ ব্যাপারে আমি কোনো পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আকাশের মেঘমালার পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো। এ ব্যাপারে আমি কোনো পরোয়াই করবো না। হে আদম সন্তান, যদি তুমি যমীন ভরতি গোনাহ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হও, আর আমার সাথে যদি কোনো কিছুকে শরীক না করে থাকো, তাহলে ঐ যমীন ভরতি পাপের পরিবর্তে তোমাকে ক্ষমা দান করবো।” (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যে তার কৃত পাপের ও

অন্যায়ের আধিক্যের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে পড়ে। অথবা সে পাপ থেকে তাওবা করার পর পুনরায় উক্ত পাপ করে বসার কারণে মনে করে যে, আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না। ফলে সে অব্যাহতভাবে পাপ করতেই থাকে। তাওবা করা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়া পরিহার করে দেয়। আর এটাই হলো সব থেকে বড় ভুল। কারণ, কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر:٥٣]

বলো, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা যুমার ৫৩) তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]

"কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ ৮৭)

আবার মানুষের মধ্যে বহু এমনও আছে, যারা অন্যের সমালোচনার ভয়ে তাওবা করা ত্যাগ করে থাকে অথবা মনে করে যে, তাওবা করলে সমাজে তার মর্যাদা-সম্মানের হানি হবে কিংবা সে যে কাজে জড়িত,

তাওবা করলে তাকে সে কাজ ত্যাগ করতে হবে। আর সে ভুলে যায় যে, তাকে নির্জন কবরে একা যেতে হবে। তাকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং সমস্ত কৃত কর্মের হিসাব দিতে হবে। তখন যারা তার পাপ কাজে সহযোগিতা করেছে ও পাপ কাজগুলোকে সুন্দররূপে তার সামনে পেশ করেছে। তারা তার কোনো উপকারে আসবে না। মানুষের স্মরণ থাকা উচিত যে, আল্লাহর নিমিত্ত যে ব্যক্তি কোনো কিছু ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে ত্যাগকৃত জিনিসের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

আবার অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা অব্যাহতভাবে গোনাহ করতেই থাকে। যখন তাদেরকে নিষেধ করা হয়, তখন বলে, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। নিঃসন্দেহে এটা অজ্ঞতা এবং শয়তান কর্তৃক গুমরাহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ, আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের জন্য। সব সময় পাপেই লিপ্ত এমন পাপীদের জন্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]

"নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" (আ'রাফ ৫৬) তাছাড়া আল্লাহ যেমন ক্ষমাশীল, দয়াময়, তেমনি কঠোর শাস্তিদাতাও। তিনি বলেন,

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر:٤٩-٥٠]

"তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর এটাও যে, আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা হিজর ৪৯-৫০)

## তাওবার শর্তাবলী

নিষ্ঠার সাথে তাওবা করার কিছু শর্তাবলী আছে। আলেমদণ কুরআন ও হাদীস থেকে সেগুলো সংগ্রহ করেছেন। আর তা হলো নিম্নরূপ,

প্রথমতঃ দ্রুত পাপ পরিত্যাগ করা।

দ্বিতীয়তঃ কৃত পাপের দরুণ অনুতপ্ত হওয়া।

তৃতীয়তঃ কৃত পাপ পুনরায় না করার উপর দৃঢ় সংকল্প করা।

চতুর্থতঃ কারো অধিকার হরণ করে থাকলে, অধিকারের মালিককে সে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। অথবা তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)) [البخاري ٢٢٤٩]

“যে ব্যক্তি তার (কোন মুসলিমন) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোনো বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল করে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোনো নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম এর পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী না থেকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।” (বুখারী ২২৪৯) তবে

কেউ যদি বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মালিকের নিকট তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর উপরোক্ত অধিকার কয়েক ধরনের হয়। যেমন,

১। মাল-ধন ও টাকা-পয়সাঃ এ ধরনের অধিকার যেভাবেই হোক, তার মালিককে ফিরিয়ে দিতেই হবে অথবা তার সাথে মীমাংসা করে নিতে হবে। কিন্তু সে যদি মালিককে না জেনে থাকে কিংবা বহু খোঁজ করার পরও যদি তাকে না পায় অথবা কি পরিমাণ প্রপ্য রয়েছে। তা যদি ভুলে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় সে অনুমান করে তার অধিকারের জিনিস তার নামে সাদক্বা করে দিবে।

২। দৈহিক অধিকারঃ এর তাওবার নিয়ম হলো, দাবীদারকে তার দাবী আদায় করার সুযোগ দিবে। মাল অথবা কেসাস কিংবা ক্ষমার মাধ্যমে সে যেন তার অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু যদি সে দাবীদারকে না চিনে থাকে, তবে তার নামে সাদক্বা করবে এবং তার জন্য দুআ করবে।

৩। মান-মর্যাদা সম্পর্কীয় অধিকারঃ অর্থাৎ, কেউ যদি কারো গীবত করে কিংবা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অথবা চুগলী করে বা পারস্পরিক ঝগড়া বাধিয়ে যুলুম করে থাকে, তাহলে যার সাথে এসব করেছে, তার সাথে মীমাংসা করে নিবে এবং সাধ্যানুসারে তার কর্তৃক সৃষ্ট ঝগড়া-ঝামেলার নিষ্পত্তি করে দিবে ও তার জন্য দুআও করবে।

## তাওবার প্রকার

১। হত্যাকারীর তাওবাঃ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এমন হত্যাকারীর উপর তিনটি অধিকার অর্পিত হয়। যথা,

প্রথমতঃ মহান আল্লাহর অধিকার। নিষ্ঠার সাথে তাওবা করার এবং কৃত মহাপাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার মাধ্যমে এ অধিকার আদায় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উত্তরাধিকারদের অধিকার। আর এই অধিকার পূরণ হবে নিজেকে তাদের সামনে সমর্পণ করার মাধ্যমে। যাতে তারা প্রতিশোধ (কেসাস) অথবা রক্তের বিনিময় নিয়ে কিংবা মাফ করার মাধ্যমে তাদের দাবী আদায় করে নেয়।

তৃতীয়তঃ হত্যাকৃত ব্যক্তির অধিকারঃ এ দাবী দুনিয়াতে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি হত্যাকারী সত্যিকার তাওবা করে এবং নিজেকে মৃতের উত্তরাধিকারদের সামনে পেশ করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তার এ অপরাধ মার্জনা করে দিবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন নিজের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

২। সূদখোরের তাওবাঃ তার তাওবা হবে সূদ খাওয়া ত্যাগ করে। আগামীতে আর সুদ না খাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। বিগত সূদী কার-বারের উপর অনুতপ্ত হয়ে। তবে তার নিকট সূদী পন্থায় উপার্জিত মালের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আর এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়্যা, ইবনে সা'দী এবং ইবনে উষায়মীন-(আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন)-দের উক্তি হলো, তাওবা করার পূর্বে সূদখোর সূদের

মালের যাকিছু গ্রহণ করেছে, তা তারই হবে। তা বের করে দেওয়া তার জন্য জরুরী নয়। হ্যাঁ, অবশিষ্ট সূদের মাল তাকে ত্যাগ করতে হবে। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

"আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে) আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।" (সূরা বাক্বারা ২৭৫)

## সত্যিকার তাওবা

তাওবা কবুল হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক হলো, কেবলমাত্র তা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা। কাজেই শুধুমাত্র পাপ ত্যাগ করলেই তাওবা-কারী বিবেচিত হওয়া যায় না। কারণ, এটা তার খ্যাতি অর্জন ও পদ মর্যাদার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার জন্যেও হতে পারে। অনুরূপ যে শারীরিক ক্ষতির কারণে পাপ কাজ ত্যাগ করে। সেও তাওবা কারী গণ্য হবে না। যেমন, কেউ রোগ থেকে বাঁচার জন্য ব্যভিচার ত্যাগ করল ইত্যাদি। কেউ চুরি করতে অক্ষম বলে চুরি করা ত্যাগ করলে অথবা প্রহরীর ভয়ে ত্যাগ করলে। সে তাওবাকারী পরিগণিত

হবে না। দারিদ্রতার ভয়ে কেউ যদি শারাব পান করা কিংবা কোন নেশাজাতীয় জিনিস ত্যাগ করে, তাকেও তাওবাকারী বলা যাবে না। আর যে তার ইচ্ছার প্রতিকূল অবস্থার কারণে অপারগ হয়ে গোনাহ ত্যাগ করে, সেও তাওবাকারী নয়। তাওবাকারীর জন্য পাপকে জঘন্য ভাবা ও ঘৃণা করা অত্যাবশ্যক। আর এই মনোভাব পোষণ করলে, তার তাওবা এমন সত্যিকার তাওবা বলে পরিগণিত হবে, যার সাথে থাকবে না তৃপ্তির অনুভব এবং বিগত গোনাহ স্মরণ করার সময় কোনো আনন্দের আভাস। আর তাওবাকারীর মনে কৃত পাপ পুনরায় করার কোনো আশাও থাকবে না। অনুরূপ হারাম কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হারাম কাজ ত্যাগ করা অপরিহার্য। যেমন, নেশাজাতীয় ও অবান্তর জিনিস এবং অবৈধ সিনেমা দেখা ত্যাগ করা। আর তার অন্যায় কাজে সাহায্য করে এমন নিকৃষ্ট সাথী-সঙ্গীদের পরিহার করাও অত্যন্ত জরুরী। দুষ্ট সাথী-সঙ্গীরা কিয়ামতের দিন একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। সুতরাং তাওবাকারী যদি তাদেরকে (সঠিক) পথের দিকে আহ্বান করতে এবং তাদের সংশোধন সাধনে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই হলো তার জন্য শ্রেয়। আবার কখনো শয়তান কিছু তাওবাকারীর অন্তরে দুষ্ট সাথীদের সাথে পুনরায় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করাকে এই বলে ভাল অনুভব করিয়ে দেয় যে, তাদেরকে (সুপথের দিকে) আহ্বান করা যাবে। অথচ সে দুর্বল। সে তাদের মধ্যে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং এটা পুনরায় পাপের দিকে ফিরে যাওয়ার উপকরণ

হয়ে দাঁড়াবে। তাই উচিত খারাপ সাথীদের পরিবর্তে এমন উত্তম সঙ্গীর সঙ্গ গ্রহণ করা। যে তাকে ভাল কাজ করতে সহযোগিতা করবে এবং কল্যাণের দিকেই তার পথ প্রদর্শন করবে।

## তাওবার সহায়ক কিছু বিষয়

১। ইখলাসঃ আর এটা যাবতীয় পাপ ত্যাগ করার সর্বাধিক উপকারী মাধ্যম। তাই বান্দা যখন তার প্রতিপালকের জন্য নিষ্ঠাবান হয় এবং সত্যিকার তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাওবা করার উপর তার সহ-যোগিতা করেন এবং তার তাওবার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সব কিছুকে দূর করে দেন।

২। নাফসের সাথে জিহাদ করাঃ যে ব্যক্তি গোনাহ ত্যাগ করার জন্য তার নাফসের সাথে জিহাদ করে, মহান আল্লাহ তার সাহায্য করেন। তিনি বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت:٦٩]

“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” (সূরা আনকাবূত ৬৯)

৩। আখেরাতের স্মরণ করাঃ যখন মানুষ স্মরণ করবে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং দ্রুত ধ্বংসশীল, আর আখেরাতে অনুগতশীলদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামতের সমারোহ, আর অবাধ্যজনদের

জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, এসবই তার পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে বড় প্রতিবন্ধক হবে।

৪। নির্জনতা ও অবসর থেকে বাঁচতে চেষ্টা করাঃ কারণ, অবসরই হলো পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার বড় মাধ্যম। তাই মানুষ যখন তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য লাভদায়ক জিনিসে ব্যস্ত থাকবে, তখন সে অন্যায় ও পাপ কাজ করতে সুযোগ পাবে না।

৫। পাপ ও অন্যায় কাজে প্ররোচিতকারী সকল মাধ্যম থেকে দূরে থাকাঃ তাই সে পাপ কাজের প্রতি প্রলুব্ধকারী সকল জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে। অনুরূপ কামোত্তেজনা সৃষ্টিকারী এমন সিনেমা দেখা থেকে ও জঘন্য গান শোনা থেকে এবং চরিত্র বিনষ্টকারী বই-পুস্তক ও নোংরা পত্র-পত্রিকা পড়া থেকে দূরে থাকবে।

৬। ভাল ও সৎলোকদের সঙ্গ গ্রহণ করাঃ দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের থেকে দূরে থাকা। ভাল মানুষেরা ভাল কাজ করতে সাহায্য করে ও সৎলোকদের অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহিত করে এবং অন্যায় অনুচিত কার্য-কলাপ থেকে বাধা প্রদান করে।

৭। দুআ করাঃ এটা হলো বড় লাভদায়ক ঔষধ আর দুআ মু'মিনদের হাতিয়ার এবং প্রয়োজন পূরণকারী অতি শক্তিশালী উপায়-উপকরণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠]

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।" (সূরা গাফির ৬০) তিনি আরো বলেনঃ

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف:٥٥]

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।" (সূরা আ'রাফ ৫৫) তিনি অন্যত্র বলেন،

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:١٨٦]

"আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বলো, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাকে বিশ্বাস করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।" (সূরা বাক্বারা ১৮৬)

পাপ মোচনকারী

মহান আল্লাহর তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত এই যে, তিনি যেসব ইবাদতগুলি তাদের উপর ওয়াজিব করেছেন, সেগুলিকে তাদের ক্ষুদ্রপাপসমূহ মোচনের মাধ্যম বানিয়েছেন। আর এই পাপ মোচনকারী ইবাদতগুলি নিম্নরূপ,

১। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন،

(( أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بِبَابِ أَحَدِكُمْ نَهْرًا يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ

الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا)) [رواه البخاري ٥٢٨ ومسلم ٦٦٧]

"এ ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা যে, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে, আর সে যদি দিনে পাঁচবার তাতে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সাহাবাগণ বললেন, না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার এটাই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এই নামায-গুলির মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহ ও পাপসমূহ মোচন করতে থাকেন।" (বুখারী ও ৫২৮ মুসলিম ৬৬৭)

২। জুমার নামাযঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَي الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ...)) [مسلم ٨٥٧]

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযূ করে জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হয়। অতঃপর নীরবে জুমার খুৎবা শ্রবণ করে, তার এক জুমা থেকে আর এক জুমার মধ্যবর্তী দিনগুলো সহ অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুসলিম ৮৫৭)

৩। রমযানের রোযা রাখাঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَامَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [البخاري ومسلم]

"যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার বিগত সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ৩৮-মুসলিম ৭৬০)

৪। হজ্জ করাঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) [متفق عليه ١٥٢١-١٣٥٠]

"যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি এমনভাবে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে, যেন তার মা সেই দিনই নবজাত শিশুরূপে তাকে প্রসব করেছে।" (বুখারী ১৫২১ মুসলিম ১৩৫০)

৫। আরাফার দিনে রোযা রাখাঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ)) [رواه أحمد ٢١٥٧٢]

"আরাফার দিনের রোযা বিগত বছরের ও আগামী বছরের গোনাহ মোচন করে দেয়।" (আহমদ ২১৫৭২)

৬। বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি হওয়াঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ (تعب)، وَلاَ وَصَبٍ (مرض)، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) [البخاري ومسلم ٥٦٤٣-٢٥٧٣]

"ক্লান্তি, রোগ-ব্যাধি, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এমন কি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি সহ যে কোনো বিপদ-আপদ মুসলিমদের উপরে আসে, এসবই তাদের গোনাহের কাফফারাতে পরিণত হয়।" (বুখারী ৫৬৪৩-মুসলিম ২৫৭৩) তিরি আরো বলেন,

((مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)) [رواه البخاري ٥٦٤٥]

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।" (বুখারী ৫৬৪৫)

৭। ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ পাপ মোচন হওয়ার সব থেকে বড় মাধ্যম হল, ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال:٣٣]

"তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনোও তাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন না।" (সূরা আনফাল ৩৩) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((طُوْبَى لِمَنْ وُجِدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا)) [رواه ابن ماجة ]

"সেই ব্যক্তির বড় সৌভাগ্যের বিষয়, যার নেকীর খাতায় বেশী ক্ষমা চাওয়া থাকে।" (ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ)।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ আমি তাওবা করতে চাই, কিন্তু আমার গোনাহ অত্যধিক। জানি না আল্লাহ আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন কি না?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر:٥٣]

“বলো, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (যুমার ৫৩) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)) [رواه الترمذي]

“হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো আর আমার সাথে যদি কাউকে শরীক না ক’রে থাকো, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হবো।” (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)। বরং বলা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর থেকে আরো অনেক বেশী। কারণ, তিনি সত্যিকার তাওবাকারীর সমস্ত গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

যেমন তিনি বলেন,

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:٧٠]

"কিন্তু যারা তাওবা করে,বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের গোনাহগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন।" (সূরা ফুরক্বান ৭০)

প্রশ্নঃ আমি তাওবা করতে চাই, কিন্তু আমার দুষ্ট সাথী-সঙ্গীরা আমাকে ছাড়ে না। আর আমি নিজের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করি। অতএব আমি কি করবো?

উত্তরঃ অব্যাহতভাবে তাওবা করা এবং তাওবার উপর ধৈর্য ধারণ করা অপরিহার্য। আর এটা একটা পরীক্ষা যাতে সত্যিকার তাওবাকারীকে অন্যদের থেকে পার্থক্য করা যায়। তবে তাকে সাথী-সঙ্গীদের আনুগত্য করা থেকে অবশ্যই নিজেকে বিরত রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ﴾ [الروم:٦٠]

"অতএব তুমি সবুর করো। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।" (সূরা রূম ৬০) আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, অসৎ সাথীরা বিভিন্ন প্রকার উপায়ের মাধ্যমে তাকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা

চালাবে। অতঃপর যখন তারা তার তাওবার সত্যতা এবং হকের উপর অনড় থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে তখন তাকে ছেড়ে দিবে।

প্রশ্নঃ আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু আমার পুরাতন সাথীরা মানুষের মাঝে আমাকে অপমানিত করার ভয় দেখায়। আর তাদের নিকট কিছু ছবি ও প্রমাণাদিও আছে। আমি আমার প্রচারের ভয় করি। এখন আমি কি করবো?

উত্তরঃ প্রথমতঃ শয়তানের অনুচরদের সাথে জিহাদ করতে হবে এবং জেনে রাখতে হবে যে, শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। তাছাড়া তুমি যদি তাদের সামনে নত হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাকে অপমানিত করার আরো অনেক প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং সর্ব ক্ষেত্রেই তুমি ক্ষতিগ্রস্ত। তাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখো এবং বলো আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার উত্তম সংরক্ষণশীল। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন কোনো জাতির কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা বোধ করতেন, তখন বলতেন,

((اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ)) رواه أحمد ١٨٨٨٧ وأبوداود ١٥٣٧))

"আমরা তোমাকে তাদের মুখোমুখি করছি এবং তাদের ক্ষতি ও থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি।" (আহমদ ১৮৮৮৭-আবূ দাউদ ১৫৩৭, হাদীসটি সহীহ)। তবে এ কথা সত্য যে, পরিস্থিতি একটু জটিল।

কিন্তু আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন। তাদের তিনি অপমানিত করেন না। নিম্নের ঘটনাটির দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের বড় প্রমাণ।

'সাহাবী মারষাদ ইবনে আবী মারষাদ দুর্বল মুসলিমদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছে দিতেন। মক্কায় আ'নাক নামক একটি ব্যভিচারিণী নারী থাকতো, যার সাথে আবূ মারষাদের প্রেম ছিলো। একদা তিনি এক ব্যক্তিকে মদীনা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। আবূ মারষাদ বলেন। তাই আমি এক চাঁদনি রাতে দেওয়ালের ছায়ায় আশ্রয় নি। একটু পর আ'নাক এদিকে এলে আমাকে দেখে ফেলে। তারপর যখন আরো নিকটে হয়, আমাকে চিনতে পারে। অতঃপর আমাকে তার সাথে রাত্রিবাসের আহ্বান জানায়। আমি বললাম, আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করে দিয়েছেন। তখন সে তার লোকদের চিৎকার করে বলে যে, হে আমার জাতির লোক! এই ব্যক্তি (আবূ মারষাদ) তোমাদের বন্দীদেরকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেয়। আবূ মারষাদ বলেন, তখন আটজন লোক আমার পিছু নেয়। আমি এক গুহায় পৌঁছে সেখানে আত্মগোপন করি। তারা খোঁজ করতে করতে আমার মাথার নিকট পৌঁছে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ করে দিলে তারা আমাকে দেখতে পেল না। অতঃপর তারা ফিরে যায়। আর আমি আমার সাথীর নিকট এসে তাকে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করি।' এইভাবেই আল্লাহ মু'মিনদের ও তাওবাকারীদের রক্ষা করেন। তাছাড়া তুমি যা ভয় কর, তা যদি

প্রকাশ হয়েই পড়ে, আর বিষয়ের যদি আরো পরিষ্কারভাবে কোনো কিছুর বর্ণনার প্রয়োজন হয়, তাহলে তুমি তোমার ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে অন্যদের জানিয়ে দিয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমি পাপে লিপ্ত ছিলাম, পরে আল্লাহর নিকট তাওবা করেছি। স্মরণে রাখতে হবে যে, কাল কিয়ামতে মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, মানব ও জ্বিন তথা সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে যে অবমাননা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে, সেটাই হলো প্রকৃত অবমাননা।

প্রশ্নঃ আমি পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি। পরে সে পাপ থেকে তাওবা করি। কিন্তু পুনরায় উক্ত পাপ করে ফেলি। এমতাবস্থায় আমার প্রথম তাওবা কি বানচাল হয়ে যায়? আগে ও পরে কৃত সমস্ত পাপই কি আমার উপর অবশিষ্ট থেকে যায়?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি পাপ থেকে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবাকে গ্রহণ করেন। যদি পুনরায় উক্ত পাপ করে বসে, তাহলে সে তার মতই হবে, যে নতুন কোন পাপ করে। কাজেই সে আবার তাওবা করবে। তার প্রথম তাওবা শুদ্ধ ও সঠিক বিবেচিত হবে।

প্রশ্নঃ কোনো পাপের জন্য তাওবা করার সময় যদি আমি অন্য কোনো পাপে জড়িত থাকি, তবে কি আমার তাওবা সঠিক বলে গণ্য হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, অন্য পাপে জড়িত থাকলেও সে যে পাপের জন্য তাওবা করেছে, সে তাওবা সঠিক গণ্য হবে, যদি সেটা একই পাপ না হয়। যেমন, সে সূদের জন্য তাওবা করল, কিন্তু শারাব পান থেকে তাওবা

করলো না, এমতাবস্থায় সূদ থেকে তার তাওবা সঠিক পরিগণিত হবে। তবে কেউ যদি শারাব পান করা থেকে তাওবা করে, অথচ সে অন্যান্য নেশাজাতীয় জিনিসে জড়িত অথবা সে কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করা থেকে তাওবা করল, অথচ সে অন্য নারীর সাথে ব্যভিচার অব্যাহত রেখেছে, এই ধরনের তাওবা গ্রহণযোগ্য হয় না।

প্রশ্নঃ নামায, রোযা ও যাকাত সহ কিছু ফরয কাজ বিগত দিনে আমি ত্যাগ করেছি। তার জন্য এখন আমার কি করার আছে?

উত্তরঃ নামাযের তো কাযা করার কোনো দরকার নাই। সত্যিকার তাওবা করলে পরে আর নামায ত্যাগ না করলে এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, তা পূরণ হয়ে যাবে। আশা করা যায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আর রোযা ত্যাগকারী যদি মুসলিম হয়, তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে এবং ত্যাগকৃত প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। অনুরূপ যাকাত আদায় করাও ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ আমি কিছু লোকের মাল চুরি করি। পরে আল্লাহর নিকট তাওবা করি। যাদের মাল চুরি করি তাদের ঠিকানা আমি জানি না?

উত্তরঃ আপনাকে সাধ্যানুসারে তাদের ঠিকানার খোঁজ করতে হবে। যদি পেয়ে যান, তবে তাদেরকে তাদের মাল ফিরিয়ে দিবেন। আর যদি আসল মালিক মারা যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারদের দিয়ে দিবে।

বহু খোঁজ করার পরও যদি তাদের ঠিকানা না পাও, তাহলে তাদের তরফ থেকে সে মাল সাদকা করে দিবে। তারা যদি কাফের হয়, তবে আল্লাহ দুনিয়াতে তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে দিবেন, আখেরাতে নয়।

প্রশ্নঃ জঘন্য ব্যভিচার আমার দ্বারা হয়ে গেছে। এখন কিভাবে আমি তাওবা করবো? আর যদি নারী গর্ভবতী হয়ে যায়, তাহলে কি এই সন্তান আমার সন্তান বলে গণ্য হবে?

উত্তরঃ যদি ব্যভিচার নারীর সন্তুষ্টি ও তার সম্মতিতে হয় তবে তাওবা ব্যতীত তোমার উপর আর কিছুই অর্পিত হবে না। আর সন্তান তোমার সন্তান বলে গণ্য হবে না। তার খরচ-খরচাও তোমাকে বহন করতে হবে না। কারণ, সে জারজ সন্তান। এই ধরনের সন্তান মায়ের সাথে সম্পর্কিত হয়। আর (ব্যভিচারের) বিষয় গোপন রাখার জন্য এই নারীকে বিবাহ করা তাওবাকারীর জন্য বৈধ নয়। তবে তারা উভয়েই যদি সত্যিকার তাওবা করে, তাহলে নারীর রেহেম গর্ভমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে বিবাহ করতে কোনো দোষ নাই। তবে যদি জোর-জবরদস্তি ও নারীকে বাধ্য করে তার সাথে ব্যভিচার করা হয়, তাহলে পুরুষের উপর ওয়াজিব হল, নারীর ক্ষতি পূরণ স্বরূপ সমাজে প্রচলিত মোহরানা তাকে দেওয়া এবং নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা। আর আদালত পর্যন্ত বিষয় পৌঁছে গেলে, তার উপর নির্ধারিত দন্ড বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রশ্নঃ এক সৎ ব্যক্তিকে আমি বিবাহ করেছি। বিবাহের পূর্বে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কিছু কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এখন কি করবো?

উত্তরঃ তোমার কর্তব্য হলো, সত্যিকার তাওবা করা। আর বিবাহের পূর্বে যা কিছু করেছো, তা তোমার স্বামীকে জানানো তোমার উপর ওয়াজিব নয়।

প্রশ্নঃ কামবশে পুরুষের কাছে গমন করে এমন তাওবাকারীর উপর কি ওয়াজিব হয়?

উত্তরঃ কুকর্মকারী ও যার সাথে কুকর্ম করা হয়েছে, উভয়কেই শক্ত তাওবা করতে হবে। কারণ, হয়তো সে জানে না যে, আল্লাহ (এই পাপের জন্য) এক জাতির উপর বিভিন্ন প্রকারের আযাব প্রেরণ করেছিলেন। যেমন, লূত-عليه السلام-এর জাতির জঘন্য এই পাপের কারণে আল্লাহ তাদের উপর নিম্নের আযাবগুলো প্রেরণ করেছিলেন।

১। তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে ছিলেন। তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

২। ভয়ঙ্কর গর্জন তাদের উপর প্রেরণ করেছিলেন।

৩। তাদের ঘর-বাড়ীগুলোকে আকাশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে উলট-পালট করে দিয়েছিলেন।

৪। তাদের উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করে তাদের সকলকে বিনাশ করে দিয়ে ছিলেন। আর এই জন্যই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ)) [رواه أبوداود ٤٤٦٢ والترمذي ١٤٥٦ وابن ماجة ٢٥٦١]

"যদি তোমরা কাউকে লূত জাতির কুকর্ম করতে দেখ, তাহলে কর্তা

ও যার সাথে করা হয়, উভয়কেই হত্যা করে দাও।" (আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬ ও ইবনে মাজা ২৫৬১, হাদীসটি সহীহ)। তাই এই ধরনের কাজের জন্য নিষ্ঠার সাথে তাওবা করতে হবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

পরিশেষে বলি, প্রিয় ভাইয়েরা! একজন মা তার সন্তানের প্রতি যত মমতাময়ী, দয়াশীলা ও করুণাসিক্তা, তার থেকে অনেক অনেক বেশি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবান ও করুণাশীল। তাই যে সত্যিকার তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। তাওবার দরজা খোলাই রয়েছে, এখনো বন্ধ হয় নাই।

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র


| পৃষ্ঠা | বিষয় |
|---|---|
| ৩ | তাওবার মাহাত্ম্য |
| ১২ | তাওবার শর্তাবলী |
| ১৪ | তাওবার প্রকার |
| ১৪ | হত্যাকারীর তাওবা |
| ১৪ | সূদখোরের তাওবা |
| ১৫ | সত্যিকার তাওবা |
| ১৭ | তাওবার সহায়ক কিছু বিষয় |
| ১৭ | ইখলাস তথা বিষ্ঠাবান হওয়া |
| ১৭ | নাফসের সাথে জিহাদ করা |
| ১৭ | আখেরাতের স্মরণ করা |
| ১৮ | অবসর থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা |
| ১৮ | পাপ কাজে প্ররোচিতকারী মাধ্যম থেকে দূরে থাকা |
| ১৮ | ভাল ও সৎলোকদের সঙ্গ গ্রহণ করা |
| ১৮ | দুআ করা |
| ১৯ | পাপ মোচনকারী ইবাদত |
| ১৯ | পাঁচ ওয়াক্তের নামায |
| ২০ | জুমার নামায |
| ২০ | রমযানের রোযা |
| ২২ | প্রশ্নোত্তর |